আজকের কাগজ 6

তারিখ 11 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

চ.বিতে আজ ছাত্র ধর্মঘট

পরিস্থিতির অবনতি ॥ হলে হলে শিবির ক্যাডারদের সশস্ত্র প্রহরা

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে। ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারদের বাধার মুখে দ্বিতীয়বারের মতো সিন্ডিকেট সভা হতে পারেনি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারি-কর্মকর্তাদের মধ্যে এক ধরনের আতংক বিরাজ করছে। আজ বাংলাদেশ ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ছাত্রশিবির এ ছাত্র ধর্মঘট বানচাল করার জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। গতকাল এ উদ্দেশে ছাত্রশিবির তাদের সমর্থক শিক্ষকদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে আজ যে কোনো উপায়ে ছাত্রলীগকে মিছিল সমাবেশ করে অবস্থান করতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পাশাপাশি তারা আজ ক্লাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে দলীয় হাইকমান্ড তাদের এ সিদ্ধান্তে সম্মতি দেয়নি। দলীয় হাইকমান্ড মনে করছেন, বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম পিএসসি (বীর উত্তম) একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হওয়ায় ছাত্রশিবির শংকিত। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে পুলিশ-বিডিআর চিরুণি অভিযান চালিয়েছে সে রকম কোনো অভিযান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চালালে তাদের শেষ আশ্রয়টুকু চলে যাবে। সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র ছাত্রশিবিরের শক্ত ঘাটি রয়েছে। দেশের সবক'টি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা উচ্ছেদ হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সবগুলো আবাসিক ছাত্র হলে ছাত্রশিবিরের ও বহিরাগত সশস্ত্র শিবির ক্যাডাররা পালা করে পাহারা দিচ্ছে। হলগুলোতে প্রচুর অস্ত্র মজুদ করার পাশাপাশি কিছু অস্ত্র কতিপয় জামাতি শিক্ষকের বাসভবনে ও ঝোপঝাড়ে নিরাপদে রেখেছে বলে সূত্র জানায়।

এদিকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ হল থেকে বহিরাগতদের উচ্ছেদপূর্বক অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্যে দাবি জানিয়েছে। গতকাল রাতে সিন্ডিকেটের জনৈক সদস্য জানান, '৯০ সালে লাগাতার ধর্মঘট, সাবেক উপাচার্য আলমগীর মুহাম্মদ সিরাজুদ্দিন তার বাসভবনের দেয়ালে সাবজেল সাইনবোর্ড লাগিয়ে আটক, সিন্ডিকেট সভায় বাধা প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্যের সাম্রাজ্য বিস্তার করে বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করে রাখে। আবারো সিন্ডিকেট সভায় বাধা দিয়ে ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে অবরুদ্ধ করার প্রথম ধাক্কা দিয়েছে। পরবর্তীতে আরো বড়ো ধরনের পদক্ষেপ নেবে পরিস্থিতি দেখে